অধ্যায়

আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক জোট

Regional and Political Alliances

এই অধ্যায়ে

১ দক্ষিণ এশিয়া ও বঙ্গোপসাগরের জোট: SAARC ও BIMSTEC ৩৮

২ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইউরোজোন ও শেনজেন: ইউরোপের অর্থনৈতিক জোট ৪২

৩ সামরিক ও নিরাপত্তা জোট: NATO থেকে AUKUS ৪৫

৪ মুসলিম ও আরব বিশ্বের জোট: OIC, আরব লীগ, GCC, OPEC, D-8 ৪৭

> **কীভাবে পড়বেন:** ডানের সরু কলামে বিসিএস প্রিলিতে আসা প্রশ্ন আর উত্তর; প্রতিটির নিচে "পৃ." দেখায় মূল লেখার কোন পাতায় ব্যাখ্যা আছে। মূল লেখায় গাঢ় শব্দই পরীক্ষার উত্তর, পাশে ছোট সবুজ লেখায় কোন বিসিএসে এসেছে। পাতার নিচে ফাঁদ আর সাল, শেষে রিটেন প্রস্তুতি।

লিয়ানা বুকস

অনুচ্ছেদ ১

দক্ষিণ এশিয়া ও বঙ্গোপসাগরের জোট: SAARC ও BIMSTEC

SAARC and BIMSTEC

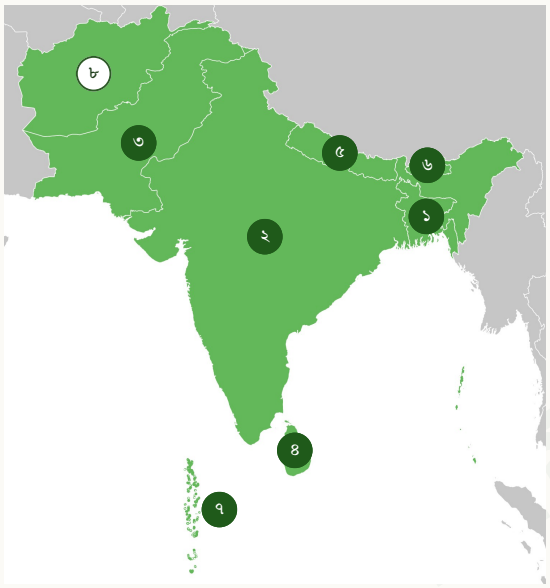
১৯৮০ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে একটি প্রস্তাব দেন: দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো মিলে একটি সহযোগিতার জোট গড়ুক। প্রস্তাবটি বাস্তব হতে লেগে যায় পাঁচ বছর। ৭ ডিসেম্বর ১৯৮৫ ঢাকায় সাত দেশের নেতা প্রথমবার এক টেবিলে বসেন, পরদিন সই হয় সনদ। তাই দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম আঞ্চলিক জোটের ভাবনা বাংলাদেশের, জন্মস্থানও ঢাকা।

আঞ্চলিক জোট: একই অঞ্চলের কয়েকটি দেশ চুক্তি করে যে সংস্থা গড়ে, নিজেদের বাণিজ্য, যোগাযোগ বা নিরাপত্তায় সহযোগিতার জন্য। জাতিসংঘ গোটা বিশ্বের সংস্থা; আঞ্চলিক জোট একটি অঞ্চলের।

এক নজরে

SAARC-এর জন্ম **১৯৮৫, ঢাকা**	SAARC সচিবালয় **কাঠমান্ডু**
BIMSTEC-এর জন্ম **১৯৯৭, ব্যাংকক**	BIMSTEC সচিবালয় **ঢাকা**

মানচিত্র: SAARC-এর ৮ সদস্য



প্রতিষ্ঠাতা সাত (ঢাকা, ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫): ১ বাংলাদেশ; ২ ভারত; ৩ পাকিস্তান; ৪ শ্রীলঙ্কা; ৫ নেপাল; ৬ ভুটান; ৭ মালদ্বীপ

২০০৭: ৮ আফগানিস্তান (অষ্টম ও সর্বশেষ সদস্য, নয়াদিল্লির ১৪তম শীর্ষ সম্মেলনে)

সচিবালয়: কাঠমান্ডু, নেপাল (৫ নম্বর)

সবুজ: সদস্য; ধূসর: সদস্য নয়। গাঢ় বৃত্ত: প্রতিষ্ঠাতা সাত। মালদ্বীপের দ্বীপগুলো বোঝার জন্য বড় করে আঁকা। ভিত্তি-মানচিত্র: Natural Earth।

১.১ SAARC: ঢাকায় জন্ম, কাঠমান্ডুতে দপ্তর

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC) প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে, ঢাকায় ৭-৮ ডিসেম্বর; সনদে সই হয় ৮ ডিসেম্বর। শুরুতে সদস্য সাতটি দেশ, পরে যোগ দেয় আরেকটি। জোটের নিয়মিত কাজ চালায় নেপালের কাঠমান্ডুর স্থায়ী সচিবালয়।

- প্রতিষ্ঠাতা ৭ দেশ: বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ।
- অষ্টম সদস্য আফগানিস্তান: ২০০৭ সালে, নয়াদিল্লিতে ১৪তম শীর্ষ সম্মেলনে।
- সচিবালয় চালু ১৬ জানুয়ারি ১৯৮৭; প্রথম মহাসচিব বাংলাদেশের আবুল আহসান (১৯৮৭-১৯৮৯)।
- মহাসচিবের পদ সদস্য দেশের নামের বর্ণক্রমে ঘোরে। ১৫তম মহাসচিব ছিলেন বাংলাদেশের মো. গোলাম সারওয়ার (মার্চ ২০২৩ থেকে অক্টোবর ২০২৬)। এবার ভুটানের পালা।
- সদস্যদের মধ্যে শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি **মালদ্বীপে** [২১ প্রিলি]।
- ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শপথ অনুষ্ঠানে SAARC অঞ্চলের বাইরের দেশ আমন্ত্রিত ছিল **১টি** [৩৫ প্রিলি]।

১.২ SAARC শীর্ষ সম্মেলন: কলম্বো, থিম্পুতারপর থেমে যাওয়া

SAARC-এর নেতারা শেষবার একসঙ্গে বসেছেন ২০১৪ সালে, কাঠমান্ডুতে। ১৯তম শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল ইসলামাবাদে, ২০১৬ সালে। সেপ্টেম্বর ২০১৬-এ কাশ্মীরের উরিতে সেনাঘাঁটিতে হামলার পর ভারত সম্মেলন বর্জন করে; বাংলাদেশ, ভুটান, আফগানিস্তানসহ আরও কয়েকটি দেশ অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দেয়, ফলে সম্মেলন স্থগিত হয়। সেই থেকে আর কোনো SAARC শীর্ষ সম্মেলন হয়নি (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)।

- ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলন: **কলম্বো**, ১৯৯১ [১৭ প্রিলি]।
- ১৬তম শীর্ষ সম্মেলন: **থিম্পু**, ২০১০ [৩০ প্রিলি]।

কেন হয়: SAARC-এ সিদ্ধান্ত হয় সর্বসম্মতিতে, অর্থাৎ একটি দেশ রাজি না হলেই সিদ্ধান্ত আটকে যায়। জোটের সবচেয়ে বড় দুই সদস্য ভারত আর পাকিস্তান; তাদের বিরোধে একজন আয়োজক, অন্যজন বর্জনকারী হলে শীর্ষ সম্মেলনই বসে না। তাই SAARC বিলুপ্ত হয়নি, সচিবালয় চলছে, নতুন মহাসচিবও এসেছেন, কিন্তু নেতাদের বৈঠক না হওয়ায় বড় কোনো নতুন সিদ্ধান্ত আসছে না।

১.৩ SAPTA থেকে SAFTA: SAARC-এর বাণিজ্য-সহযোগিতা

বাণিজ্যে SAARC এগিয়েছে দুই ধাপে। প্রথম ধাপ SAPTA, পূর্ণরূপ **SAARC Preferential Trading Arrangement** [২৪ প্রিলি], বাংলায় SAARC অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য ব্যবস্থা। দ্বিতীয় ধাপ SAFTA (South Asian Free Trade Area), বাংলায় দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল। নামেই লক্ষ্যের তফাত: "অগ্রাধিকার" মানে প্রতিবেশীর পণ্যে কিছু ছাড়, "মুক্ত বাণিজ্য" মানে শুল্কের বাধা প্রায় তুলে দেওয়া।

১.৪ BIMSTEC: বঙ্গোপসাগরের তীরের সাত দেশের জোট, সচিবালয় ঢাকায়

SAARC যখন থমকে আছে, তখন বঙ্গোপসাগরের তীরের দেশগুলোর আরেকটি জোট এগোচ্ছে। বঙ্গোপসাগরীয় বহুমুখী কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা উদ্যোগ (BIMSTEC), যা দক্ষিণ এশিয়া আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে এক জোটে বেঁধেছে। পাকিস্তান এর সদস্য নয়, তাই SAARC-এর সবচেয়ে বড় বিরোধ এখানে নেই।

- ৬ জুন ১৯৯৭: ব্যাংকক ঘোষণা; শুরুতে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, নাম BIST-EC।
- ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৭: মিয়ানমারের যোগদান।
- ২০০৪: নেপাল ও ভুটানের যোগদান; ব্যাংককে প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে বর্তমান নাম।
- ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪: ঢাকায় স্থায়ী সচিবালয় উদ্বোধন (মার্চ ২০১৪-এ নেপিডোর তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত); প্রথম মহাসচিব শ্রীলঙ্কার সুমিত নাকান্দালা।
- ২০ মে ২০২৪: BIMSTEC সনদ কার্যকর।

> → ৪ এপ্রিল ২০২৫ ব্যাংককে ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলনে থাইল্যান্ডের কাছ থেকে বাংলাদেশ দুই বছরের জন্য BIMSTEC-এর **সভাপতি**র দায়িত্ব নেয়; তখন সরকারপ্রধান ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। বাংলাদেশ এখনো সভাপতি (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)।

১.৫ ঢাকায় যাদের দপ্তর

ঢাকায় শুধু BIMSTEC-এর সচিবালয় নয়, আরও কয়েকটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার দপ্তর আছে। SAARC-এর একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র, SAARC কৃষি কেন্দ্রও ঢাকায়।

ঢাকায় যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থার দপ্তর

সংস্থা	কবে	কী নিয়ে কাজ
BIMSTEC সচিবালয়	২০১৪	বঙ্গোপসাগরের সাত দেশের সহযোগিতা
CIRDAP (Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific, এশিয়া-প্রশান্ত সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র) [২০ প্রিলি]	১৯৭৯	এশিয়া-প্রশান্ত অঞ্চলের পল্লী উন্নয়ন
IJSG (International Jute Study Group, আন্তর্জাতিক পাট সমীক্ষা গোষ্ঠী) [১৫ প্রিলি]	২০০২	পাট

SAARC আর BIMSTEC: কবে, কোথায়, কারা, এখন কে নেতৃত্বে

মাপকাঠি	SAARC (SAARC)	BIMSTEC (BIMSTEC)
জন্ম	**১৯৮৫, ঢাকা** [১০, ২০, ২২ ও ৩৬ প্রিলি]	১৯৯৭, ব্যাংকক ঘোষণা
ধরন	আঞ্চলিক সহযোগিতা	**অর্থনৈতিক** ও কারিগরি সহযোগিতা [২২ প্রিলি]
সদস্য	**৮** [৩৩ প্রিলি]	৭
সচিবালয়	**কাঠমান্ডু**, নেপাল [২৯ ও ৩৮ প্রিলি]	**ঢাকা** [৪০ প্রিলি]
মহাসচিব (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)	দাশো সোনম তোবগে (ভুটান), ১৬তম	**ইন্দ্রমণি পাণ্ডে** (ভারত), চতুর্থ, ২০২৪ থেকে
সর্বশেষ শীর্ষ সম্মেলন	১৮তম, কাঠমান্ডু, নভেম্বর ২০১৪	ষষ্ঠ, ব্যাংকক, এপ্রিল ২০২৫
বাংলাদেশ	প্রতিষ্ঠাতা, জোটের প্রস্তাবক	প্রতিষ্ঠাতা, সচিবালয়ের আয়োজক

হালনাগাদ: নভেম্বর ২০২৬

পরীক্ষার ফাঁদ

SAPTA আর SAFTA: সই, কার্যকর, লক্ষ্য

মাপকাঠি	SAPTA (SAPTA)	SAFTA (SAFTA)
সই	**১৯৯৩**, ঢাকা, ৭ম শীর্ষ সম্মেলন [২১ প্রিলি]	৬ জানুয়ারি **২০০৪**, ইসলামাবাদ, ১২তম শীর্ষ সম্মেলন [৪৮ প্রিলি]
কার্যকর	১৯৯৫	১ জানুয়ারি ২০০৬
লক্ষ্য	শুল্ক কিছুটা কমানো	শুল্ক ধাপে ধাপে প্রায় শূন্যে

অনেকে SAFTA-র সইয়ের বছর (২০০৪) আর কার্যকরের বছর (২০০৬) গুলিয়ে ফেলেন; SAPTA-র সই ঢাকায়, SAFTA-র ইসলামাবাদে।

মনে রাখার সাল

সাল	ঘটনা
১৯৮৫	ঢাকায় SAARC-এর জন্ম
১৯৮৭	কাঠমান্ডুতে SAARC সচিবালয় চালু
১৯৯৭	ব্যাংকক ঘোষণা, BIMSTEC-এর জন্ম
২০০৭	আফগানিস্তান SAARC-এর অষ্টম সদস্য
২০১৪	SAARC-এর শেষ শীর্ষ সম্মেলন; ঢাকায় BIMSTEC সচিবালয়
২০১৬	ইসলামাবাদের ১৯তম SAARC শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত

সাল	ঘটনা
২০২৫	বাংলাদেশ BIMSTEC-এর সভাপতি

আরও যা আসতে পারে

- BIMSTEC-এর সর্বশেষ সদস্য: নেপাল ও ভুটান
- BIMSTEC-এর সদস্য নয়: মালয়েশিয়া
- SAARC-এর প্রথম শীর্ষ সম্মেলন: ঢাকা

পরীক্ষায় যা এসেছে (বিসিএস প্রিলি)

SAFTA চুক্তি সম্পাদনের সাল
২০০৪
[৪৮ প্রিলি] → পৃ. ৪০

যে সংস্থার সচিবালয় বাংলাদেশে
BIMSTEC
[৪০ প্রিলি] → পৃ. ৪০

SAARC-এর সদর দপ্তর
কাঠমান্ডু
[৩৮ ও ২৯ প্রিলি] → পৃ. ৪০

SAARC প্রতিষ্ঠার সাল
১৯৮৫
[৩৬ ও ২০ ও ১০ প্রিলি] → পৃ. ৪০

মোদির শপথে SAARC-এর বাইরের আমন্ত্রিত দেশ
১
[৩৫ প্রিলি] → পৃ. ৩৮

SAARC-এর সদস্য সংখ্যা
৮
[৩৩ প্রিলি] → পৃ. ৪০

ষোড়শ SAARC শীর্ষ সম্মেলন
থিম্পু
[৩০ প্রিলি] → পৃ. ৩৯

SAPTA-র পূর্ণরূপ
SAARC Preferential Trading Arrangement
[২৪ প্রিলি] → পৃ. ৩৯

BIMSTEC কোন ধরনের সংগঠন
অর্থনৈতিক
[২২ প্রিলি] → পৃ. ৪০

SAARC কবে, কোথায় প্রতিষ্ঠিত
১৯৮৫, ঢাকা
[২২ প্রিলি] → পৃ. ৪০

SAPTA চুক্তি সই
১৯৯৩
[২১ প্রিলি] → পৃ. ৩৮

SAARC-এ শিক্ষার হার সর্বাধিক
মালদ্বীপ
[২১ প্রিলি] → পৃ. ৩৮

ঢাকায় সদর দপ্তর
CIRDAP
[২০ প্রিলি] → পৃ. ৪০

ষষ্ঠ SAARC শীর্ষ সম্মেলন
কলম্বো
[১৭ প্রিলি] → পৃ. ৩৯

বাংলাদেশে সদর দপ্তর
IJSG
[১৫ প্রিলি] → পৃ. ৪০

মনে রাখুন

- SAARC-এর প্রস্তাবক: বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, ১৯৮০
- SAARC-এর প্রথম মহাসচিব: আবুল আহসান (বাংলাদেশ), ১৯৮৭-১৯৮৯
- BIMSTEC-এর প্রথম মহাসচিব: সুমিত নাকান্দালা (শ্রীলঙ্কা), ২০১৪
- SAARC কৃষি কেন্দ্র: ঢাকা

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

- ৫০তম বিসিএস: আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সংহতিতে ASEAN, EU ও BIMSTEC-এর ভূমিকা। **সংকেত:** তিন জোটের লক্ষ্য · EU-র একক বাজার ও মুদ্রা, ASEAN-এর মুক্ত বাণিজ্য, BIMSTEC-এর খাতভিত্তিক সহযোগিতা · বাংলাদেশের লাভ।
- ৩৭তম বিসিএস: SAARC-এর বর্তমান অবস্থা; শক্তিশালী হতে সনদে কী বদল দরকার। **সংকেত:** অর্জন SAPTA-সাফটা · ২০১৪-র পর শীর্ষ সম্মেলন নেই · সর্বসম্মতির নিয়ম আর ভারত-পাকিস্তান বিরোধ · বিকল্প BIMSTEC।
- ৩৬তম বিসিএস: টীকা: SAARC ও বাংলাদেশ। **সংকেত:** প্রস্তাবক জিয়াউর রহমান (১৯৮০) · জন্ম ঢাকায় (১৯৮৫) · প্রথম মহাসচিব আবুল আহসান · SAARC কৃষি কেন্দ্র ঢাকায়।
- ৪৩তম বিসিএস: SAARC দেশগুলোর ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: পরিবেশ ও জলবায়ু অধ্যায় দেখুন।
- ১৫-৩০তম বিসিএস (পাঁচবার): SAPTA ও SAFTA কী? SAPTA = SAARC অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য ব্যবস্থা, সই ১৯৯৩; SAFTA = দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল, সই ২০০৪, কার্যকর ২০০৬।
- ২২, ২৮ ও ৩০তম বিসিএস: BIMSTEC-এর পূর্ণরূপ? এখন Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation; শুরুতে BIST-EC (Bangladesh-India-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation)।

- ২৯তম বিসিএস: সিরডাপ? সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র (CIRDAP), ১৯৭৯, সদর দপ্তর ঢাকা।

তথ্যসূত্র: সার্ক সনদ, ১৯৮৫; ব্যাংকক ঘোষণা, ১৯৯৭; সাপটা চুক্তি, ১৯৯৩; সাফটা চুক্তি, ২০০৪; বিমসটেক সনদ (কার্যকর ২০২৪)

অনুচ্ছেদ ২

ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইউরোজোন ও শেনজেন: ইউরোপের অর্থনৈতিক জোট

European Union, Eurozone and Schengen

শুল্ক-ইউনিয়ন: যে জোটের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আমদানি শুল্ক তুলে দেয় এবং বাইরের দেশের পণ্যে সবাই একই শুল্ক বসায়।

রোম থেকে বুলগেরিয়া: ছয় ধাপে আজকের EU

এক নজরে

EU সদস্য **২৭**	ইউরোজোন **২১**
শেনজেন **২৯**	সদর দপ্তর **ব্রাসেলস**

সাল	কী হলো	ফল
১৯৫৭	**রোম চুক্তি** সই, ২৫ মার্চ [২৪ প্রিলি]	ছয় দেশের ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায় (EEC)
১৯৯২/১৯৯৩	ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি সই; কার্যকর ১ নভেম্বর ১৯৯৩	ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) নামের জন্ম
১৯৯৯/২০০২	ইউরো চালু **১ জানুয়ারি ১৯৯৯** [২০ প্রিলি]	২০০২ থেকে নোট-মুদ্রা হাতে
২০১৩	ক্রোয়েশিয়ার যোগদান, ১ জুলাই	২৮তম, সর্বশেষ নতুন সদস্য
২০২০	যুক্তরাজ্যের বিদায় (ব্রেক্সিট), ৩১ জানুয়ারি	সদস্য কমে ২৭
২০২৬	বুলগেরিয়ার ইউরো গ্রহণ, ১ জানুয়ারি	ইউরোজোনের ২১তম সদস্য

২.১ কেন হয়: ডেনমার্কের দুই গণভোট, যুক্তরাজ্যের বিদায়

EEC ছিল মূলত "কমন মার্কেট", বাণিজ্যের জোট। ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি (১৯৯২) আরও এগোয়: একক মুদ্রা আর অভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংক, অর্থাৎ নিজের মুদ্রানীতির ক্ষমতার একটা অংশ জোটের হাতে ছেড়ে দেওয়া। এই প্রশ্নে জুন ১৯৯২-এর গণভোটে ডেনমার্কের ভোটাররা চুক্তিতে "না" বলেন। এরপর ডিসেম্বর ১৯৯২-এর এডিনবরা সমঝোতায় ডেনমার্ক কয়েকটি বিষয়ে, যেমন ইউরো গ্রহণে, ছাড় (opt-out) পায়; তাতে মে ১৯৯৩-এর দ্বিতীয় গণভোটে আসে "হ্যাঁ" [২৬ প্রিলি]। জাতীয় ক্ষমতা কতটা জোটের হাতে যাবে, এই একই টানাপোড়েন জুন ২০১৬-তে যুক্তরাজ্যের গণভোটে উল্টো ফল আনে; তার পরিণতি ব্রেক্সিট (৩১ জানুয়ারি ২০২০)।

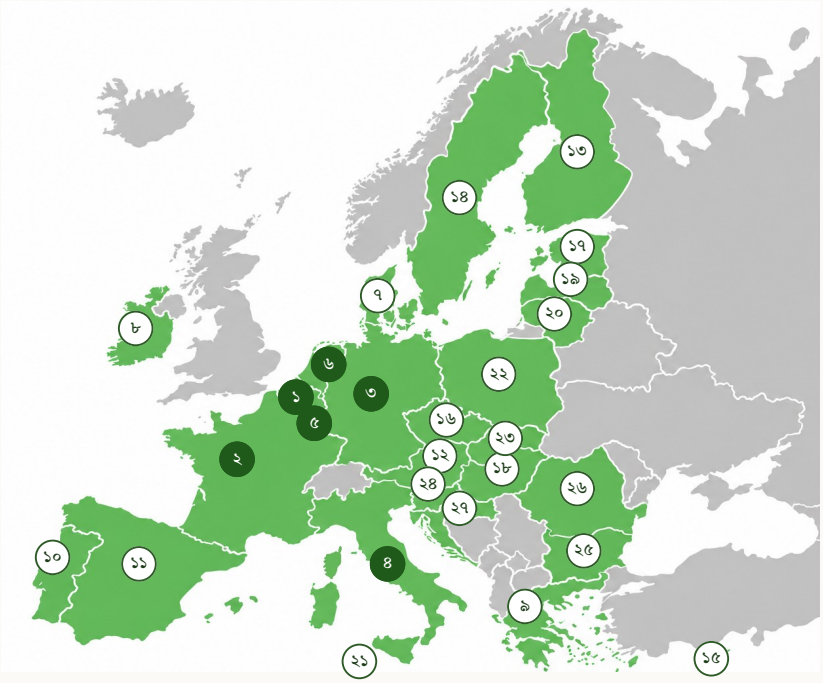
২.২ EU কীভাবে চলে

EU-র সদর দপ্তর বেলজিয়ামের **ব্রাসেলস** [২৪ ও ২৯ প্রিলি]; সেখানে বসে ইউরোপীয় কমিশন আর পরিষদ, তবে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রধান অধিবেশন হয় ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গে। এখনকার কাঠামো লিসবন চুক্তির (কার্যকর ২০০৯)। একসময় বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট ধরা হতো EU-কে [৩০ প্রিলি]; অর্থনীতির আকারে এখন সবচেয়ে বড় RCEP (৩.৫)।

- ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি: **উরসুলা ফন ডার লায়েন** (জার্মানি), দ্বিতীয় মেয়াদ ১ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে
- ইউরোপীয় পরিষদের সভাপতি: **আন্তোনিও কস্তা** (পর্তুগাল), ১ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে

(দুটিই নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)

মানচিত্র: EU-র ২৭ সদস্য, যোগদানের ক্রমে



প্রতিষ্ঠাতা ছয় (রোম চুক্তি, ১৯৫৭): ১ বেলজিয়াম; ২ ফ্রান্স; ৩ জার্মানি (তখন পশ্চিম জার্মানি); ৪ ইতালি; ৫ লুক্সেমবার্গ; ৬ নেদারল্যান্ডস

১৯৭৩: ৭ ডেনমার্ক; ৮ আয়ারল্যান্ড (যুক্তরাজ্যও, ২০২০-এ বিদায়)

১৯৮১: ৯ গ্রিস

১৯৮৬: ১০ পর্তুগাল; ১১ স্পেন

১৯৯৫: ১২ অস্ট্রিয়া; ১৩ ফিনল্যান্ড; ১৪ সুইডেন

২০০৪: ১৫ সাইপ্রাস; ১৬ চেকিয়া; ১৭ এস্তোনিয়া; ১৮ হাঙ্গেরি; ১৯ লাটভিয়া; ২০ লিথুয়ানিয়া; ২১ মাল্টা; ২২ পোল্যান্ড; ২৩ স্লোভাকিয়া; ২৪ স্লোভেনিয়া (একসঙ্গে ১০ দেশ, সবচেয়ে বড় সম্প্রসারণ)

২০০৭: ২৫ বুলগেরিয়া; ২৬ রোমানিয়া

২০১৩: ২৭ ক্রোয়েশিয়া (সর্বশেষ)

সবুজ: সদস্য; ধূসর: সদস্য নয় (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)। গাঢ় বৃত্ত: প্রতিষ্ঠাতা ছয়। মানচিত্র বোঝার জন্য, সীমানা মাপা নয়।

২.৩ তিনটি আলাদা বৃত্ত: EU, ইউরো, শেনজেন

EU-র সদস্য হলেই ইউরো নিতে হয়, বা শেনজেনে থাকতে হয়, এমন নয়; আবার EU-র বাইরের দেশও শেনজেনে থাকতে পারে। শেনজেন নামটি লুক্সেমবার্গের একটি গ্রামের; চুক্তি সই হয় সেখানেই, ১৪ জুন **১৯৮৫**, **লুক্সেমবার্গ** [৪২ প্রিলি]। সর্বশেষ রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া শেনজেনের পূর্ণ সদস্য হয় ১ জানুয়ারি ২০২৫।

২.৪ EU-র আগে ও পাশে: Benelux, COMECON, EFTA

EU হঠাৎ তৈরি হয়নি, আর ইউরোপে একমাত্র অর্থনৈতিক জোটও ছিল না। ছোট তিন দেশের শুল্ক-ইউনিয়ন থেকে বড় জোটের ভাবনা আসে, আর স্নায়ুযুদ্ধের পূর্ব ইউরোপে গড়ে ওঠে পাল্টা জোট।

- Benelux (BENELUX): **বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ** [১৭ প্রিলি]; চুক্তি ১৯৪৪ সালে লন্ডনে, তিন দেশের নির্বাসিত সরকারের; কার্যকর ১৯৪৮; EEC-র পূর্বসূরি ভাবনা।
- COMECON (COMECON, পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদ): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বে পূর্বের অর্থনৈতিক জোট **COMECON** [৩৫ প্রিলি]; ১৯৪৯, মস্কো; সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে, মার্শাল পরিকল্পনার জবাব; বিলুপ্ত ১৯৯১।
- ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থা (EFTA): ১৯৬০, স্টকহোম কনভেনশন; এখন সদস্য আইসল্যান্ড, লিখটেনস্টাইন, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড।

২.৫ বাংলাদেশ ও EU: সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার

জোট হিসেবে EU বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০০১ থেকে "অস্ত্র ছাড়া সব" (EBA, Everything But Arms) সুবিধায় EU-র বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশ পায়: নামের মতোই, অস্ত্র ছাড়া সব পণ্যে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ২০২৯-এ পিছিয়েছে (অধ্যায় ২); এরপরের ধাপ জিএসপি প্লাস (GSP+) নিয়ে আলোচনা চলছে (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)।

ছক: EU, ইউরোজোন, শেনজেন: কে কোন বৃত্তে, সুইজারল্যান্ড কোথায়

মাপকাঠি	EU (EU)	ইউরোজোন	শেনজেন এলাকা
কী	অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট	ইউরো যাদের মুদ্রা	সীমান্তে পাসপোর্টতল্লাশি ছাড়া **অবাধ চলাচল** [২৬ প্রিলি]
সদস্য (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)	**২৭**	**২১**	**২৯**
কারা নেই	যুক্তরাজ্য (২০২০ থেকে), নরওয়ে, আইসল্যান্ড	ডেনমার্ক, সুইডেন, পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া	EU-র আয়ারল্যান্ড ও সাইপ্রাস
সুইজারল্যান্ড	**সদস্য নয়** [৪৯ প্রিলি]	নেই	আছে, নরওয়ে, আইসল্যান্ড, লিখটেনস্টাইনসহ

আরও যা আসতে পারে

- ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা: ১৯৯৩ (ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি কার্যকর)
- EU-ভুক্ত নয়: যুক্তরাজ্য
- EU জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন নয়

পরীক্ষায় যা এসেছে (বিসিএস প্রিলি)

EU-র সদস্য নয়
সুইজারল্যান্ড
[৪৯ প্রিলি] → পৃ. ৪৪

শেনজেন চুক্তি কবে, কোথায়
১৯৮৫, লুক্সেমবার্গ
[৪২ প্রিলি] → পৃ. ৪৩

পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বে পূর্বের অর্থনৈতিক জোট
COMECON
[৩৫ প্রিলি] → পৃ. ৪৩

বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট
EU (তখন); এখন RCEP
[৩০ প্রিলি] → পৃ. ৪২

EU-র সদর দপ্তর
ব্রাসেলস
[২৯ ও ২৪ প্রিলি] → পৃ. ৪২

শেনজেন চুক্তির বিষয়
অবাধ চলাচল
[২৬ প্রিলি] → পৃ. ৪২

ম্যাসট্রিক্ট চুক্তিতে দুবার গণভোট
ডেনমার্ক
[২৬ প্রিলি] → পৃ. ৪২

EEC প্রতিষ্ঠার চুক্তি
রোম চুক্তি
[২৪ প্রিলি] → পৃ. ৪২

EU-র একক মুদ্রা চালু
১ জানুয়ারি ১৯৯৯
[২০ প্রিলি] → পৃ. ৪২

Benelux
বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ
[১৭ প্রিলি] → পৃ. ৪৩

মনে রাখুন

- EEC-র ছয় প্রতিষ্ঠাতা: ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ
- ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রধান অধিবেশন: স্ট্রাসবুর্গ, ফ্রান্স
- EU-র এখনকার কাঠামো: লিসবন চুক্তি, কার্যকর ২০০৯
- বুলগেরিয়ার আগে ইউরোজোনে সর্বশেষ: ক্রোয়েশিয়া, ২০২৩

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

- ৩০তম বিসিএস: EU কবে প্রতিষ্ঠিত, সদস্য কত? ১৯৯৩ (ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি কার্যকর); সদস্য ২৭ (নভেম্বর ২০২৬)।
- ২৪ ও ২৯তম বিসিএস: EU-র বিকাশ ও সম্প্রসারণ। ৬ দেশের EEC (১৯৫৮) → EU (১৯৯৩) → ২৮ (ক্রোয়েশিয়া, ২০১৩) → ২৭ (ব্রেক্সিট, ২০২০)।
- ২৫তম বিসিএস: প্রস্তাবিত দক্ষিণ এশীয় ইউনিয়ন আর EU-র মিল-অমিল। মিল: আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংহতি। অমিল: EU-র একক মুদ্রা, অবাধ চলাচল আর জোটের হাতে ক্ষমতা; SAARC-এ এর কোনোটি নেই।

তথ্যসূত্র: রোম চুক্তি, ১৯৫৭; ইউরোপীয় ইউনিয়ন চুক্তি (ম্যাসট্রিক্ট), ১৯৯২; শেনজেন চুক্তি, ১৯৮৫; লিসবন চুক্তি (কার্যকর ২০০৯)

অনুচ্ছেদ ৩

সামরিক ও নিরাপত্তা জোট: NATO থেকে AUKUS

NATO, Warsaw Pact, SEATO, CENTO, AUKUS, QUAD

> এক সদস্যের ওপর হামলা মানে সবার ওপর হামলা: NATO চুক্তির এই প্রতিশ্রুতিই জোটের মূল শক্তি। স্নায়ুযুদ্ধের ইউরোপে জন্ম নেওয়া জোট, তাই ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক যে প্রতিশ্রুতিটা একদিন জাগবে কোনো ইউরোপীয় দেশকে বাঁচাতে। অথচ ৭৫ বছরের বেশি সময়ে এটি প্রয়োগ হয়েছে মাত্র একবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০১, আগের দিন যুক্তরাষ্ট্রে হামলার পর। ইউরোপ আগলাতে গড়া জোটের একমাত্র ডাক এসেছে জোটের সবচেয়ে বড় সদস্যের জন্য।

সম্মিলিত প্রতিরক্ষা (collective defence): জোটের কোনো সদস্য আক্রান্ত হলে বাকি সবাই তাকে রক্ষায় এগিয়ে আসবে, এমন আগাম অঙ্গীকার।

৩.১ NATO: ওয়াশিংটনে চুক্তি, ব্রাসেলসে দপ্তর

উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থার (NATO) জন্ম উত্তর আটলান্টিক চুক্তিতে, যার আরেক নাম ওয়াশিংটন চুক্তি। সই **৪ এপ্রিল ১৯৪৯**, ওয়াশিংটন ডিসিতে [১৬, ১৭, ২১, ৪১ ও ৪৯ প্রিলি]। সদর দপ্তর অবশ্য বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে, EU-র শহরেই। NATO সামরিক জোট, অস্ত্র কমানোর নয়; তাই নিরস্ত্রীকরণের সংস্থার তালিকায় **NATO** নেই [৩৭ প্রিলি]।

- চুক্তির **আর্টিকেল ৫**: এক সদস্যের ওপর হামলা মানে সবার ওপর হামলা [৪৬ ও ৪৭ প্রিলি]; একমাত্র প্রয়োগ ১২ সেপ্টেম্বর ২০০১।
- ১২ প্রতিষ্ঠাতা: যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ, নরওয়ে, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, ইতালি, পর্তুগাল।
- সদস্য **৩২**; মহাসচিব **মার্ক রুটে** (নেদারল্যান্ডসের সাবেক প্রধানমন্ত্রী), ১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)।

> → ৭-৮ জুলাই ২০২৬ তুরস্কের আঙ্কারায় বসে NATO-র ৩৬তম শীর্ষ সম্মেলন; তুরস্কে এটি দ্বিতীয়বার, আগেরটি ইস্তানবুলে, ২০০৪ সালে। এর আগের বছর হেগ শীর্ষ সম্মেলনে (২০২৫) লক্ষ্য ঠিক হয়: ২০৩৫ সালের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তায় প্রতিটি সদস্য খরচ করবে জিডিপির ৫%।

এক নজরে

NATO-র জন্ম **৪ এপ্রিল ১৯৪৯**	সদস্য **৩২**
সদর দপ্তর **ব্রাসেলস**	মহাসচিব **মার্ক রুটে**

পরীক্ষায় যা এসেছে

সম্প্রতি NATO-তে যোগ দেওয়া দুই দেশ
সুইডেন ও ফিনল্যান্ড
[৫০ প্রিলি] → পৃ. ৪৬

AUKUS-এর প্রাথমিক লক্ষ্য
সামরিক সহযোগিতা
[৫০ প্রিলি] → পৃ. ৪৬

NATO চুক্তি সইয়ের সাল
১৯৪৯
[৪৯ ও ৪১ ও ২১ প্রিলি] → পৃ. ৪৫

সম্মিলিত প্রতিরক্ষার ধারা
আর্টিকেল ৫
[৪৭ ও ৪৬ প্রিলি] → পৃ. ৪৫

বাংলাদেশ সদস্য নয়
NATO
[৪৫ ও ৩৭ প্রিলি] → পৃ. ৪৫

NATO-র মুসলিম সদস্য
তুরস্ক
[৪১ প্রিলি] → পৃ. ৪৫

NATO-র সর্বশেষ সদস্য
সুইডেন (পরীক্ষার সময়ের উত্তর মন্টিনিগ্রো)
[৩৯ প্রিলি] → পৃ. ৪৬

৩.২ NATO-র বিস্তার: ১২ থেকে ৩২

বারো দেশ দিয়ে শুরু হওয়া জোট কয়েক ধাপে বড় হয়েছে। প্রথম বড় বিস্তার স্নায়ুযুদ্ধের শুরুতেই, আর সর্বশেষ ধাপ এসেছে ইউক্রেন যুদ্ধের পর। ১৯৫৫ সালে পশ্চিম জার্মানিও যোগ দেয়।

উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা গঠন
৪ এপ্রিল ১৯৪৯
[১৭ ও ১৬ প্রিলি] → পৃ. ৪৫

NATO-র বিস্তার: কে কবে এল

সাল	কী হলো	ফল
১৯৫২	তুরস্ক ও গ্রিসের যোগদান	**তুরস্ক** একমাত্র মুসলিম-প্রধান সদস্য [৪১ প্রিলি]
২০১৭	মন্টিনিগ্রোর যোগদান	২৯তম সদস্য
২০২০	উত্তর মেসিডোনিয়ার যোগদান	৩০তম
২০২৩	ফিনল্যান্ডের যোগদান, ৪ এপ্রিল	৩১তম
২০২৪	**সুইডেন**ের যোগদান, ৭ মার্চ [৩৯ প্রিলি]	৩২তম, সর্বশেষ সদস্য

হালনাগাদ: নভেম্বর ২০২৬

৩.৩ কেন হয়: ফিনল্যান্ড আর সুইডেন কেন নিরপেক্ষতা ছাড়ল

ফিনল্যান্ড আর সুইডেন বহু দশক কোনো সামরিক জোটে ছিল না; নিরপেক্ষতাই ছিল তাদের নিরাপত্তা। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ সেই হিসাব বদলে দেয়। জোটের বাইরের দেশ একা পড়ে যেতে পারে। ৫ নম্বর অনুচ্ছেদের ছাতার নিচে থাকলে হামলাকারীকে পুরো জোটের কথা ভাবতে হয়। তাই **সুইডেন ও ফিনল্যান্ড** [৫০ প্রিলি] দীর্ঘ নিরপেক্ষতা ছেড়ে NATO-তে যোগ দেয়।

৩.৪ NATO-র বাইরের জোট: ওয়ারশ থেকে QUAD

NATO-র জবাবে পূর্ব ইউরোপে গড়ে ওঠে ওয়ারশ চুক্তি। এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে গড়ে ওঠে SEATO আর CENTO; দুটিতেই পাকিস্তান সদস্য ছিল, ফলে তখনকার পূর্ব পাকিস্তান, আজকের বাংলাদেশ, এসব জোটের ভেতরে ছিল। স্নায়ুযুদ্ধের এই জোটগুলো এখন বিলুপ্ত; নতুন জোটগুলোর নজর ইন্দো-প্যাসিফিক।

স্বাধীন বাংলাদেশ কোনো সামরিক জোটের সদস্য নয়: **NATO (NATO)** [৪৫ প্রিলি], AUKUS বা QUAD, কোনোটিতেই নেই; বাংলাদেশের নীতি জোটনিরপেক্ষতা (NAM, ৩.৬)।

NATO-র বাইরের সামরিক জোট: কবে, কারা, কেন

জোট	কবে	কারা	কেন
ওয়ারশ চুক্তি (Warsaw Pact)	১৪ মে ১৯৫৫; বিলুপ্ত ১ জুলাই ১৯৯১	সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপ	পশ্চিম জার্মানির NATO-তে যোগের জবাব
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা (SEATO)	ম্যানিলা চুক্তি ১৯৫৪; বিলুপ্ত ১৯৭৭	পাকিস্তানসহ, যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত	স্নায়ুযুদ্ধে এশিয়ায় মার্কিন-সমর্থিত জোট
কেন্দ্রীয় চুক্তি সংস্থা (CENTO)	বাগদাদ চুক্তি ১৯৫৫; বিলুপ্ত ১৯৭৯	পাকিস্তানসহ, যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত	স্নায়ুযুদ্ধে এশিয়ায় মার্কিন-সমর্থিত জোট
AUKUS (AUKUS)	ঘোষণা ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১	অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র	**সামরিক সহযোগিতা** [৫০ প্রিলি]; ইন্দো-প্যাসিফিকে চীনের প্রভাব সামলানো
চতুর্পক্ষীয় নিরাপত্তা সংলাপ (QUAD)	২০০৭; আবার চালু ২০১৭	যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারত, অস্ট্রেলিয়া	নিরাপত্তা সংলাপ, আনুষ্ঠানিক সামরিক জোট নয়
যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি সংস্থা (CSTO)	চুক্তি ১৯৯২, সংস্থা ২০০২	রাশিয়া ও কয়েকটি সাবেক সোভিয়েত দেশ	রাশিয়ার নেতৃত্বে সামরিক জোট

আরও যা আসতে পারে

- NATO কোন ধরনের জোট: সামরিক
- QUAD-ভুক্ত নয়: মালয়েশিয়া
- ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের NATO-তে যোগের আবেদন: ১৮ মে ২০২২

মনে রাখুন

- NATO-র চুক্তি সই ওয়াশিংটন ডিসিতে, সদর দপ্তর ব্রাসেলসে
- NATO-র ৫% লক্ষ্য: ২০৩৫ সালের মধ্যে জিডিপির ৫% প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তায় (হেগ, ২০২৫)
- ২০২৬ NATO শীর্ষ সম্মেলন: আঙ্কারা, তুরস্ক (৩৬তম)
- SEATO ও CENTO, দুটিতেই পাকিস্তান সদস্য ছিল

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

- ৪৪তম বিসিএস: NATO-র মূল উদ্দেশ্য কী, উদ্দেশ্য পূরণে কতটা কার্যকর? **সংকেত:** ৫ নম্বর অনুচ্ছেদ · ২০০১-এ একমাত্র প্রয়োগ · ফিনল্যান্ড-সুইডেনের যোগ · ৫% লক্ষ্য নিয়ে সদস্যদের বিতর্ক।
- ৪৪তম বিসিএস: QUAD কী, লক্ষ্য কী? **সংকেত:** যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারত, অস্ট্রেলিয়া · ২০০৭, আবার ২০১৭ · ইন্দো-প্যাসিফিকের নিরাপত্তা সংলাপ, সামরিক জোট নয়।
- ৪৩তম বিসিএস: সুইডেন-ফিনল্যান্ডের NATO-তে যোগ আর শক্তির ভারসাম্য। **সংকেত:** ২০২২-এর ইউক্রেন আক্রমণ · দীর্ঘ নিরপেক্ষতার অবসান · রাশিয়ার সীমান্তে NATO আরও কাছে।
- ১০ ও ২৩তম বিসিএস: NATO কবে গঠিত, সদস্য কারা? ৪ এপ্রিল ১৯৪৯; সদস্য ৩২ (নভেম্বর ২০২৬)।
- ১১তম বিসিএস: ওয়ারশ জোটের অবলুপ্তি: ১ জুলাই ১৯৯১, স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে।

তথ্যসূত্র: উত্তর আটলান্টিক চুক্তি, ১৯৪৯; ওয়ারশ চুক্তি, ১৯৫৫; ম্যানিলা চুক্তি, ১৯৫৪; বাগদাদ চুক্তি, ১৯৫৫

অনুচ্ছেদ ৪

মুসলিম ও আরব বিশ্বের জোট: OIC, আরব লীগ, GCC, OPEC, D-8

OIC, Arab League, GCC, OPEC, D-8

> যে দেশের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ, আড়াই বছর পর সেই দেশেরই অতিথি বঙ্গবন্ধু। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, আর তার পরপরই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। সেই সম্মেলনেই বাংলাদেশ সংস্থাটির সদস্য হয়। স্বাধীনতার আড়াই বছরের মাথায় মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় মঞ্চে নতুন দেশটির আসন পাকা হলো।

আন্তঃসরকার সংস্থা: কয়েকটি দেশের সরকার চুক্তি করে যে সংস্থা গড়ে; এর সদস্য রাষ্ট্র, কোনো ব্যক্তি বা বেসরকারি সংগঠন নয়।

এক নজরে

OIC সদস্য **৫৭**	আরব লীগ **২২**
GCC **৬**	OPEC **১১**

পরীক্ষায় যা এসেছে

OPEC-এর সদস্য নয়
বাংলাদেশ
[৪৭ প্রিলি] → পৃ. ৪৮

D-8-এর সদস্য নয়
জর্ডান
[৪৪ প্রিলি] → পৃ. ৪৯

পাঁচ জোট: কোথায় জন্ম, কোথায় দপ্তর, বাংলাদেশ আছে কি

জোট	জন্ম	সদর দপ্তর	সদস্য (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)	বাংলাদেশ
ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)	১৯৬৯, রাবাত	**জেদ্দা**, সৌদি আরব [১০ ও ২২ প্রিলি]	৫৭	সদস্য, **১৯৭৪** থেকে [২৬ ও ৩১ প্রিলি]
আরব লীগ	**১৯৪৫** [৩৬ প্রিলি], কায়রো	**কায়রো**, মিসর [১৫ প্রিলি]	২২, ফিলিস্তিনসহ	সদস্য নয়
উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (GCC)	১৯৮১, আবুধাবি	রিয়াদ, সৌদি আরব	**৬** [২২ প্রিলি]	সদস্য নয়
OPEC (OPEC)	১৯৬০, বাগদাদ	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া	**১১**, আমিরাতের বিদায়ের পর [২১ প্রিলি]	**বাংলাদেশ** সদস্য নয় [৪৭ প্রিলি]
D-8 (D-8)	১৯৯৭, ইস্তানবুল	ইস্তানবুল, তুরস্ক	৯	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

হালনাগাদ: নভেম্বর ২০২৬

৪.১ OIC: আল-আকসার আগুন থেকে জন্ম

২১ আগস্ট ১৯৬৯ জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে আগুন দেয় অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা এক উগ্র খ্রিস্টান পর্যটক, ডেনিস মাইকেল রোহান; মসজিদের মিম্বর পুড়ে যায়। মুসলিম বিশ্বে তীব্র ক্ষোভের মধ্যে প্রথমবার মুসলিম দেশগুলোর সরকারপ্রধানেরা এক মঞ্চে বসেন। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ মরক্কোর রাবাতে জন্ম নেয় ইসলামী সম্মেলন সংস্থা। ২০১১ সালে নাম হয় ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা; সংক্ষেপ আগের মতোই OIC। ৫৭ সদস্যের OIC জাতিসংঘের পর বিশ্বের বৃহত্তম আন্তঃসরকার সংস্থা।

- দাপ্তরিক ভাষা **৩টি**: আরবি, ইংরেজি, ফরাসি [৩৮ প্রিলি]।
- বাংলাদেশ সদস্য হয় লাহোরে **২য়** শীর্ষ সম্মেলনে (২২-২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪), যেখানে যোগ দেন তখনকার প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান [৪০ প্রিলি]।
- মুসলিম-প্রধান না হয়েও সদস্য **উগান্ডা** (১৯৭৪) [২৭ প্রিলি]; এমন আরও কয়েকটি আফ্রিকান দেশ আছে, যেমন মোজাম্বিক, গ্যাবন।
- OIC-র অঙ্গসংস্থা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (IUT) বাংলাদেশের গাজীপুরে।
- শীর্ষ সম্মেলন: ১৫তম গাম্বিয়ার বানজুলে, মে ২০২৪।

> → ২৭ আগস্ট ২০২৬ জেদ্দায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের বিশেষ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে OIC-র নতুন মহাসচিব নির্বাচিত হন মৌরিতানিয়ার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী **ইসমাইল উলদ শেখ আহমেদ**; দায়িত্ব নেন ২৮ আগস্ট ২০২৬ (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)। আগে মহাসচিব ছিলেন শাদের হিসেইন ব্রাহিম তাহা।

৪.২ আরব লীগ: সাত প্রতিষ্ঠাতা থেকে ২২ সদস্য

আরব লীগ (League of Arab States) গঠিত হয় ২২ মার্চ ১৯৪৫, কায়রোতে। সদস্য শুধু আরব দেশ; ইরান মুসলিম দেশ হলেও আরব দেশ নয়, তাই আরব লীগে নেই **ইরান** [১৪ প্রিলি]। সাত প্রতিষ্ঠাতা: মিসর, ইরাক, ট্রান্সজর্ডান (এখনকার জর্ডান), লেবানন, সৌদি আরব, সিরিয়া, ইয়েমেন (উত্তর ইয়েমেন)। **সংযুক্ত আরব আমিরাত** প্রতিষ্ঠাতা নয় [২৫ প্রিলি], কারণ দেশটিই গঠিত হয় ১৯৭১ সালে।

- মিসর-ইসরায়েল শান্তিচুক্তির পর ১৯৭৯-১৯৯০ সদর দপ্তর ছিল তিউনিসে, পরে আবার কায়রো।
- সিরিয়ার সদস্যপদ ২০১১-তে স্থগিত, মে ২০২৩-এ ফেরত।

> → ১ জুলাই ২০২৬ থেকে পাঁচ বছরের মেয়াদে আরব লীগের মহাসচিব **নাবিল ফাহমি** (মিসরের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী) (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত); আগে ছিলেন আহমেদ আবুল ঘেইত।

৪.৩ GCC: উপসাগরের ছয় রাজতন্ত্র

পারস্য উপসাগরের আঞ্চলিক জোট **GCC** [১২ প্রিলি], পুরো নাম উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ। ২৫ মে ১৯৮১ আবুধাবিতে গঠিত এই জোটে আছে উপসাগরের ছয় আরব রাজতন্ত্র: সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমান।

৪.৪ OPEC: তেলের দেশগুলোর জোট

পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংস্থা (OPEC) জন্ম নেয় বাগদাদ সম্মেলনে, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬০; উদ্যোগ নেয় **ভেনেজুয়েলা** [১৩ প্রিলি] ও সৌদি আরব। পাঁচ প্রতিষ্ঠাতা: ইরান, ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব, ভেনেজুয়েলা। প্রথম সদর দপ্তর ছিল সুইজারল্যান্ডের **জেনেভায়** [৩৯ প্রিলি] (১৯৬০-১৯৬৫), ১৯৬৫ থেকে ভিয়েনায়।

- অ-আরব সদস্য: **ইরান** (অ-আরব মুসলিম দেশ) [২৪ প্রিলি], ভেনেজুয়েলা, নাইজেরিয়া, গ্যাবন, কঙ্গো, বিষুবীয় গিনি।
- মধ্যপ্রাচ্যের বাইরের এশিয়া থেকে একমাত্র সদস্য ছিল **ইন্দোনেশিয়া** [১৭ প্রিলি]; ২০১৬-তে সদস্যপদ আবার স্থগিত।
- বের হয়েছে: কাতার ২০১৯, ইকুয়েডর ২০২০, অ্যাঙ্গোলা ১ জানুয়ারি ২০২৪।
- OPEC প্লাস (২০১৬): OPEC, সঙ্গে রাশিয়াসহ ১০টি বাইরের দেশ।

> → ২৮ এপ্রিল ২০২৬ সংযুক্ত আরব আমিরাত ঘোষণা দেয়, ১ মে ২০২৬ থেকে OPEC ও OPEC প্লাস ছাড়বে; দেশটি ১৯৬৭ থেকে সদস্য ছিল। এখন সক্রিয় সদস্য: আলজেরিয়া, কঙ্গো, বিষুবীয় গিনি, গ্যাবন, ইরান, ইরাক, কুয়েত, লিবিয়া, নাইজেরিয়া, সৌদি আরব, ভেনেজুয়েলা। আগে ছিল ১২ (জানুয়ারি ২০২৫)।

কেন হয়: OPEC তেলের দাম ধরে রাখতে সদস্যদের উৎপাদনের কোটা বেঁধে দেয়। যে দেশ বেশি তেল তুলতে পারে এবং বেশি বেচতে চায়, তার কাছে কোটা একটা বাঁধন: জোটে থাকলে দাম ধরে রাখার সুবিধা, বাইরে গেলে নিজের ইচ্ছামতো উৎপাদন। এই হিসাবেই উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম সদস্যের কাছে জোট ছাড়ার টান থাকে।

৪.৫ D-8: বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাতা

D-8 অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা (D-8, Developing-8) গড়ে ওঠে ১৫ জুন ১৯৯৭ ইস্তানবুলে, তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী নেজমেতিন এরবাকানের উদ্যোগে। আট প্রতিষ্ঠাতা: বাংলাদেশ, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, তুরস্ক। আরব দেশের মধ্যে সদস্য শুধু মিসর; **জর্ডান** সদস্য নয় [৪৪ প্রিলি]।

- দশম শীর্ষ সম্মেলন: বাংলাদেশের আয়োজনে **ঢাকা** থেকে ভার্চুয়ালি, ৮ এপ্রিল ২০২১ [৪২ প্রিলি]; সভাপতি তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- ১১তম শীর্ষ সম্মেলন: কায়রো, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪; আজারবাইজান নবম সদস্য।
- মহাসচিব **সোহাইল মাহমুদ** (পাকিস্তান), ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)।

মনে রাখার সাল

সাল	ঘটনা
১৯৪৫	কায়রোতে আরব লীগ
১৯৬০	বাগদাদ সম্মেলনে OPEC
১৯৬৯	রাবাতে OIC
১৯৭৪	লাহোরে বাংলাদেশ OIC-র সদস্য
১৯৮১	আবুধাবিতে GCC
১৯৯৭	ইস্তানবুলে D-8
২০২৬	আমিরাতের OPEC ত্যাগ; OIC ও আরব লীগে নতুন মহাসচিব

আরও যা আসতে পারে

- OIC-এর পূর্ণরূপ: Organisation of Islamic Cooperation
- OPEC-এর সদস্য নয়: মালয়েশিয়া

- প্রতিষ্ঠাকালে আরব লীগের সদস্য: ৭টি দেশ

পরীক্ষায় আরও যা এসেছে

D-8-এর দশম শীর্ষ সম্মেলন
ঢাকা
[৪২ প্রিলি] → পৃ. ৪৯

বঙ্গবন্ধু যে OIC শীর্ষ সম্মেলনে
২য়
[৪০ প্রিলি] → পৃ. ৪৮

OPEC-এর প্রথম সদর দপ্তর
জেনেভা
[৩৯ প্রিলি] → পৃ. ৪৯

OIC-র দাপ্তরিক ভাষা
৩
[৩৮ প্রিলি] → পৃ. ৪৮

আরব লীগ প্রতিষ্ঠা
১৯৪৫
[৩৬ প্রিলি] → পৃ. ৪৮

বাংলাদেশ OIC-এর সদস্য
১৯৭৪
[৩১ ও ২৬ প্রিলি] → পৃ. ৪৮

মুসলিম-প্রধান না হয়েও OIC-এর সদস্য
উগান্ডা
[২৭ প্রিলি] → পৃ. ৪৮

আরব লীগের প্রতিষ্ঠাতা নয়
সংযুক্ত আরব আমিরাত
[২৫ প্রিলি] → পৃ. ৪৮

OPEC-এর অ-আরব মুসলিম দেশ
ইরান
[২৪ ও ১৪ প্রিলি] → পৃ. ৪৮

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার প্রধান কার্যালয়
জেদ্দা
[২২ ও ১০ প্রিলি] → পৃ. ৪৮

GCC-র সদস্য সংখ্যা
৬
[২২ প্রিলি] → পৃ. ৪৮

OPEC-এর সদস্য সংখ্যা
১১ (জানুয়ারি ২০২৫-এ ১২)
[২১ প্রিলি] → পৃ. ৪৮

OPEC-এর একমাত্র অ-আরব এশীয় দেশ
ইন্দোনেশিয়া
[১৭ প্রিলি] → পৃ. ৪৯

আরব লীগের সদর দপ্তর
কায়রো
[১৫ প্রিলি] → পৃ. ৪৮

OIC-র অঙ্গসংস্থা নয়
ইসলামী বাণিজ্য উন্নয়ন কেন্দ্র
[১৪ প্রিলি] → পৃ. ৪৮

OIC-র অঙ্গসংস্থা নয়
আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালত
[১৪ প্রিলি] → পৃ. ৪৮

OPEC গঠনের উদ্যোক্তা
ভেনেজুয়েলা
[১৩ প্রিলি] → পৃ. ৪৯

পারস্য উপসাগরের আঞ্চলিক জোট
GCC
[১২ প্রিলি] → পৃ. ৪৮

মনে রাখুন

- OIC গঠনের উপলক্ষ: আল-আকসা মসজিদে অগ্নিসংযোগ, আগস্ট ১৯৬৯
- OIC-র আগের নাম ইসলামী সম্মেলন সংস্থা; নাম বদল ২০১১
- OPEC-এর ৫ প্রতিষ্ঠাতা: ইরান, ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব, ভেনেজুয়েলা
- D-8-এর নবম সদস্য আজারবাইজান, ২০২৪

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

- ৪৩তম বিসিএস: OIC-র ভূমিকা। **সংকেত:** ১৯৬৯, ৫৭ সদস্য · মুসলিম দেশগুলোর এক মঞ্চ, ফিলিস্তিন প্রশ্ন · রোহিঙ্গা প্রশ্নে গাম্বিয়ার মামলায় সমর্থন · সীমাবদ্ধতা: সদস্যদের বিভক্তি, বাধ্য করার ক্ষমতা নেই। (১৮তমেও একই ধাঁচ।)
- ৪৩তম বিসিএস: আরব লীগ কী? ১৯৪৫ সালে কায়রোতে গড়া ২২ আরব দেশের জোট; সদর দপ্তর কায়রো।
- ১১-৩২তম বিসিএস (চারবার): OIC-র মহাসচিব? এখন ইসমাইল উলদ শেখ আহমেদ (মৌরিতানিয়া), ২৮ আগস্ট ২০২৬ থেকে।
- ২৪তম বিসিএস: OIC-র সদস্য কত? ৫৭।
- ২৭ ও ২৯তম বিসিএস: D-8-এর সদস্য? বাংলাদেশ, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, তুরস্ক; ২০২৪ থেকে আজারবাইজান।
- ১১, ২৮ ও ২৯তম বিসিএস: আরব বিশ্বের বাইরের OPEC সদস্য? ইরান, ভেনেজুয়েলা, নাইজেরিয়া, গ্যাবন, কঙ্গো, বিষুবীয় গিনি।
- ১৩ ও ২৯তম বিসিএস: GCC-র সদস্য ও সদর দপ্তর? সৌদি আরব, আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমান; রিয়াদ।

তথ্যসূত্র: আরব লীগ সনদ, ১৯৪৫; ওআইসি সনদ; ওপেক প্রতিষ্ঠার বাগদাদ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত, ১৯৬০; জিসিসি সনদ, ১৯৮১; ডি-৮ প্রতিষ্ঠার ইস্তানবুল ঘোষণা, ১৯৯৭